



3098 - কোন মহিলার জন্য মোহরমে ছাড়া হজ্জে যাওয়া জায়যে নহে

প্রশ্ন

কোন নারী যদি সঙ্গি হিসেবে কোন মোহরমে না পান সক্ষেত্রে তনি কি একদল পুরুষ কিংবা একদল নারীর সাথে হজ্জে কিংবা উমরাততে যতে পারনে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আগে ও বর্তমানে এ মাসয়ালাতে আলমেগণরে মতভদে রয়েছে। কটে কটে বলনে: রাস্তা নিরিপদ হলে ও সঙ্গিগিণ নিরিভরযোগ্য হলে কোন নারী মোহরমে ছাড়াই হজ্জ আদায় করতে পারে।

আবার কটে কটে বলনে: সঙ্গিগিণ নিরিভরযোগ্য হলেও কোন নারী তাকে হফোযতকারী মোহরমে ছাড়া সফর করা নাজায়যে। এটি ইমাম আবু হানফি ও ইমাম আহমাদরে মাযহাব। তাঁরা নমিনোক্ত দলিল পশে করেন:

১. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণতি তনি বলনে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “কোন নারী মোহরমে ছাড়া সফর করবে না। মোহরমের উপস্থিতি ব্যতীত কোন নারীর কাছে কোন পুরুষ প্রবশে করবে না। তখন এক ব্যক্তি বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি অমুক সনোদলে যোগ দিতে চাই; কিন্তু আমার স্ত্রী হজ্জ করতে চান। তখন তনি বললেন: তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে যাও” [সহি বুখারী (১৭৬৩) ও সহি মুসলিম (১৩৪১)]

২. আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণতি তনি বলনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “আল্লাহর প্রতি ও শেষে দবিসরে প্রতি ঈমানদার কোন নারীর জন্য মোহরমে ছাড়া একদিন একরাতরে কোন সফরে বরে হওয়া বধৈ নয়” [সহি বুখারী (১০৩৮) ও সহি মুসলিম (১৩৩)] সহি বুখারী ও সহি মুসলিমি আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণতি হাদসি এসছে- “দুইদিনে সফরে”।

ইবনে হাজার (রহঃ) বলনে: আবু সাঈদ (রাঃ) এর হাদসি এসছে- “দুইদিনে সফরে”। আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হাদসি এসছে- “একদিন একরাতরে সফরে”। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে অন্বরকম বর্ণনাও আছে। ইবনে উমর (রাঃ) এর হাদসি এসছে- “তনিদিনে সফরে”। তাঁর থেকে আরও বর্ণনা আছে। দিনে সংখ্যা নিরিধারণে এ বিভিন্নতার কারণে অধিকাংশ আলমে



মতে, যবে কোন ধরণে সফরে ক্ৰত্রে হাদসিটরি বধিান প্ৰযোজ্য।

ইমাম নববী বলনে: “সময়সীমা নর্ধিারণ উদ্দেশ্য নয়। বরং সফর বলতে যা বুঝায় নারীর জন্য মোহরমে ছাড়া তাতবে বরে হওয়া নর্ধিদিধ। সময় নর্ধিারণে উল্লেখ এসছে কোন ঘটনার পরপিরক্বেতি; তাই সটো ধর্তব্য নয়। ইবনুল মুনায্যরি বলনে: একাধকি প্ৰশ্নকারীর প্ৰশ্নরে পরপিরক্বেতি সময়সীমা নর্ধিারণে এতরকম বর্গনা এসছে।” সমাপ্ত [ফাতহুল বারী, (৪/৭৫)]

দুই:

মোহরমে সাথে থাকাকবে যারা ওয়াজবি বলনে না; তাদরে দললি হচ্ছ-

ক. আদি বনি হাতমি (রাঃ) থেকে বর্গতি তনি বলনে: একদনি আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কাছ উপস্থতি ছলাম। এ সময় এক ব্যক্তি এসে তাঁর কাছ দারদিররে অভিযোগ করল। কিছুক্বে পর আরকে লোক এসে দস্যুতার শকার হওয়ার অভিযোগ করল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: হে আদি, তুমি কি হরোত (বর্তমানে ইরাকরে কুফা) দেখেছে? আমি বললাম: দেখিনি, তবে শুনছি। তনি বলনে: যদি তুমি দীর্ঘদনি বঁচে থাক তাহলে দেখবে হরোত থেকে একজন নারী কাবা তাওয়াফ করার জন্য আসবে; কনিতু সে নারী আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করবে না। আদি বলনে: আমি দেখেছি, হরোত থেকে একজন নারী সফর করে এসে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেছে; কনিতু আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় পায়নি।[সহি বুখারী (৩৪০০)]

এ দললিরে প্ৰত্য়ুতর হচ্ছ- এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে পক্ষ থেকে এ ধরণে বিষয় ঘটবার সংবাদ। কোন একটি বিষয় সংঘটিতি হওয়ার সংবাদ দেওয়ার অর্থ এ নয় যে, এটি জায়বে। বরং হতে পারে, সটো জায়বে; হতে পারে সটো নাজায়বে- দললিরে ভিত্তিতে। যমেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়ামতরে আগে মদ্যপান, ব্যভচার ও হত্যা ব্যাপক হারে সংঘটিতি হওয়ার সংবাদ দয়িছেন; অথচ এগুলো হারাম, কবরি গুনাহ।

তাই এ হাদসিরে উদ্দেশ্য হচ্ছ- নরিপত্তা বসিতার লাভ করবে এমনকি কোন কোন নারী দুঃসাহস করে মোহরমে ছাড়া একাকী সফর করবে। হাদসিরে উদ্দেশ্য এটা নয় যে, মোহরমে ছাড়া সফর করা জায়বে।

নববী বলনে: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যগেলোককে কয়ামতরে আলামত হিসেবে উল্লেখ করছেন এর সব আলামত হারাম কথিবা নর্ধিনীয় নয়। রাখালরা কর্তৃক উঁচু উঁচু ভবন তরী করা, সম্পদ বড়ে যাওয়া, পশ্চাশজন নারী একজন পুরুষরে কর্তৃত্বাধীন থাকা— নঃসন্দহে হারাম কিছু নয়। এগুলো হচ্ছ কয়ামতরে আলামত। আলামত হারাম হওয়া কথিবা নর্ধিনীয় হওয়া শর্ত নয়। আলামত ভাল হতে পারে, মন্দ হতে পারে, জায়বে হতে পারে, হারাম হতে পারে, ফরয হতে পারে, অন্য কিছুও হতে পারে। আল্লাহই ভাল জাননে।”[সমাপ্ত]



জনে রাখুন, হজ্জের সফরে নারীর সাথে মোহরমে থাকা শর্ত কনি এ সংক্রান্ত আলমেদরে মতভেদে শুধু ফরয হজ্জের ক্ষেত্রে। নফল হজ্জের ক্ষেত্রে আলমেদরে সর্বসম্মত অভিমত হচ্ছে- মোহরমে ছাড়া কথিবা স্বামী ছাড়া নারীর জন্য সফর করা নাজায়ে। [আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়া (১৭/৩৬)]

ফতোয়া বসিয়ক স্থায়ী কমিটির আলমেগণ বলেন: যে নারীর মোহরমে নহে তার উপর হজ্জ ফরয নয়। কারণ নারীর জন্য মোহরমে থাকা সামর্থ্য থাকার পরযায়ভুক্ত। সফরের সামর্থ্য থাকা হজ্জ ফরয হওয়ার পূর্বশর্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন: “মানুষের মধ্যে যারা বায়তুল্লাতে পৌঁছার সামর্থ্য রাখে তাদের উপর আল্লাহর জন্য এ ঘরের হজ্জ আদায় করা ফরজ।” [সূরা আল-ইমরান, আয়াত:৯৭] নারীর জন্য হজ্জের উদ্দেশ্যে কথিবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে স্বামী কথিবা মোহরমেরে সঙ্গ ছাড়া সফর করা জায়ে নহে...। এ অভিমত ব্যক্ত করছেন- হাসান, নাখায়ী, আহমাদ, ইসহাক, ইবনুল মুনযরি ও আসহাবুল রায়। এটি সহি অভিমত— উল্লেখিত আয়াতের কারণে এবং স্বামী কথিবা মোহরমে ছাড়া নারীর সফর নিষিদ্ধ হওয়া সংক্রান্ত হাদিসগুলোর সাধারণ হুকুমের কারণে। এর বিপরীত রায় দিয়েছেন— ইমাম মালকে, শাফয়ে ও আওয়ায়ি। তাঁরা প্রত্যেকে এমন একটি শর্ত করছেন যে শর্তের পক্ষে কোন দলিল নহে। ইবনুল মুনযরি বলেন: “তাঁরা হাদিসের প্রকাশ্য ভাবে বাদ দিয়েছেন এবং প্রত্যেকে এমন একটি শর্ত করছেন যার সমর্থনে কোন দলিল নহে।” [সমাপ্ত]

[ফতোয়া বসিয়ক স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র (১১/৯০, ৯১)]

তারা আরও বলেন:

সহি হচ্ছে- মহিলার জন্য স্বামী ছাড়া কথিবা পুরুষ মোহরমে ছাড়া হজ্জের জন্য সফর করা জায়ে নহে। মোহরমে ছাড়া নির্ভরযোগ্য মহিলা, নিজেরে ফুফু, খালা, কথিবা মায়ের সাথে সফর করা তার জন্য জায়ে নহে। বরং অবশ্যই নিজেরে স্বামীর সাথে কথিবা মোহরমে পুরুষদের সাথে সফর করতে হবে।

যদি সঙ্গে যাওয়ার মত এমন কাউকে না পায় তাহলে সে নারীর উপর হজ্জ ফরয হবে না। [সমাপ্ত]

[ফতোয়াবসিয়ক স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র (১১/৯২)]

আল্লাহই ভাল জানেন।